মূল শাব্দাবলী
মহররম
আশুরা
সঙ্গতিপূর্ণ
সত্য
নিপীড়ন/ অন্যায়

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

4 July 2025 / 8 Muharram 1447H

আশুরা – সত্যকে তুলে ধরা ও নিপীড়নকে পরাস্ত করা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللّٰهِ، ٱتَّقُوا ٱللّٰهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيْل: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা সকলে তাকওয়ার আচ্ছাদনে নিজেদেরকে সাজিয়ে নিই। তাকওয়া আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল আদেশ মেনে চলতে এবং যা কিছু করা নিষেধ তা থেকে আমাদেরকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। এই তাকওয়া এবং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথ নির্দেশনায় আমরা যেন এই দুনিয়ায় এবং পরকালে তাঁর নিকট থেকে নিরাপত্তা ও সাফল্যলাভের নিশ্চয়তা পেতে পারি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমরা এখনও মহররম মাসের প্রথমার্ধে আছি। আমরা অনেকেই জানি যে, দশই মহররমের দিনকে আমরা আশুরা বলে থাকি। এবারের আশুরা হবে আগামী রবিবার। আসুন দেখি, মিসরের ও আমাদের নবী মুসা(আঃ) এর ইতিহাসের আলোকে আমাদের জীবনে এই আশুরার গুরুত্ব কতটুকু।

আল বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস এখানে উল্লেখ্য যেখানে বলা আছে নবী করিম (সঃ) লক্ষ্য করেছিলেন ইহুদীদেরকে আশুরার দিনে রোজা পালন করতে। ফেরাউনের বিরুদ্ধে নবী মুসা (আঃ) এর বিজয়কে স্মরণে রাখার কারণেই তাঁরা এই রোজা পালন করতেন শুনে নবী করিম (সঃ) বলেছিলেন, "তোমাদের চেয়ে মুসা নবী (সঃ) আমাদের নিকট আরো নিকটতর নবী।" এবং এর পর থেকে তিনি আশুরার দিনে রোজা পালন করতেন এবং মুসলমানদেরও এই রোজা রাখতে নির্দেশ দেন। এই ঘটনা রমযান মাসে রোজা বাধ্যতামূলক হওয়ারও অনেক আগের ঘটনা।

নবী করিম (সঃ) এখানে যা বলেছিলেন, ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদীসে তার ব্যাখ্যা আছে। নবী করিম (সঃ) এর এই কথার অর্থ হলো, " আমি আশা করি, আমাদের পূর্ববর্তী সকল গুনাহের কাজ করার কাফফারা হিসাবে এই আশুরার রোজা ধার্য করা হয়েছে"।

ইমাম আস সাফী বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম (ইবনে)রাঃ) বলেছিলেন, " আমাদের রোজা পালনকে ইহুদীদের রোজা পালন থেকে আলাদা করতে হবে। তাই আমাদের রোজা রাখতে হবে মহররমের নবম এবং দশম দিনে"।

তাই, সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে নবী করিম (সঃ) এর সুন্নাহ কাজ অনুসরণ করে আশুরার দিনে রোজা পালন করার জন্য আমি আপনাদের অনুপ্রাণিত করতে চাই এই আশায় যে এটা আমাদের অতীতের সকল পাপকর্ম মুছে আমাদের জীবনকে নির্মল করে তুলবে।

সম্মানিত সুধী,

ফেরাউন ও নবী মুসা (আঃ) এর কথা বলতে গিয়ে আমাদের সবসময় ফেরাউনের অত্যাচারের কথা মনে হয়। সুরা আল-আরাফের ১০৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

অর্থঃ ***অতঃপর আমি তাদের পরে মূসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। বস্তুতঃ ওরা তাঁর মোকাবেলায় কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ, কি পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের"।***

পবিত্র কোরান শরীফেও ফেরাউন কর্তৃক মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, ছোট শিশু বালকদের হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া, নিজেকে সৃষ্টিকর্তা বলে দাবী করা ইত্যাদির কথার উল্লেখ আছে এবং যারাই নবী মুসা (আঃ) কে বিশ্বাস করবে তাদেরকে হুমকী দেওয়ার কথা উল্লেখ করা আছে।

নবী মুসা (আঃ) ও ফেরাউন গল্পের এই অংশটুকু আমাদের অনেকের জানা আছে। কিন্তু, আমরা মাঝে মাঝেই নবী মুসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের যে সতর্কবানী তখন দিয়েছিলেন আমরা তা উপেক্ষা করে যাই। তবে কি সেই সতর্কবানী? এটা হলো, অন্যদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন বা অন্যায় করা যাবে না। সুরা আল বাকারার ৫৪ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা এর উল্লেখ করেছেন,

অর্থঃ " ***আর স্মরণ কর, যখন মূসা আপনার জাতির লোকদের বললেন, 'হে আমার জাতি! গো – বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, কাজেই তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করে তোমাদের স্রষ্টার কাছে তওবা কর। তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তারপর তিনি তোমাদের কে ক্ষমা করেছিলেন। অবশ্যই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'***

<u>সম্মানিত সুধী,</u>

নবী মুসা (আঃ) এর এই ঘটনাগুলি থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ভবিষ্যতের পথ নির্দেশনা হিসাবে গ্রহণ করতে পারিঃ**প্রথমতঃ অন্য মানুষও যদি আর কারো ওপর জুলুম-নিপীড়ন করে, তবে তা বন্ধ করুন।**

নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের সঠিক পথ প্রদর্শন করে এবং ফেরাউনের অত্যাচার ও নিপীড়ন পরাস্ত করে নবী মুসা (আঃ) নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের ভুল ভ্রান্তি উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ফেরাউনের অন্যায়ের বিরুদ্ধেই কাজ করেননি। তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের মানুষজন যখন কোন ভুল করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁদের ভুল শুধরে সঠিক পথে আসতে বলেছেন, অন্যায় ও নিপীড়নমূলক কাজ করে যেন কেউ পাপের ভাগী না হন, সে কথাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন বার বার।

আমাদের প্রিয় নবী মুসা (আঃ)এর নিপীড়ন ও অন্যায়ের যে মূল্যায়ন করেন তা তাঁর নিজের কাছে নিজেকে স্পষ্ট ক রে তোলে। তিনি তাঁর নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সর্বদা সজাগ ছিলেন। আর এটা সুরা আল কাসাস-এর ১৬ নম্বর আয়াতে তার প্রমাণ আছে;

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

অর্থঃ "সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

<u>দ্বিতীয়তঃ যে কোন পরিস্থিতিতে সত্যকে প্রজ্ঞার সাথে তুলে ধরা</u>

ফেরাউনের নিপীড়ন কর্মের জবাবে মুসা (আঃ) এর নিপীড়ন চালানোটা কোন অজুহাত ছিল না। বরং পরম করুণাময় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নবী মুসা (আঃ) ও তাঁর ভাইকে ফেরাউনের সাথে বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বলার জন্য আদেশ করেছিলেন। এটা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে "শরিয়াহ সত্য ও মহান মূল্যবোধকে প্রজ্ঞার সঙ্গে এবং ধারাবাহিকভাবে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানায়।" বিশ্বাসী হিসাবে ইহসানের নীতিমালাগুলিতে ভারসাম্য রক্ষা করে সত্য প্রচার করা আমাদের কর্তব্য। এর বাইরে,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মূল বিচারের দিনে বিচার করবেন এবং যে ভাল কাজ করবেন তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

মুল কথা হিসাবে বলা যায়, আমাদের প্রিয় নবী মুসা (আঃ) এর জীবনে ফেরাউনের নিপীড়ন কর্ম ও তার পতন কেবল একটি অংশ বিশেষ। তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শন করা ও সত্যকে তুলে ধরা।

এটাই আশুরার মূল শিক্ষা। এটা কেবলমাত্র স্বৈরাচার, জুলুম-দমনের কারণে কারো পতন উদযাপন করা নয়, বরং আরো যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এটা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা তুলে ধরতে যারা অবিচল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্য সর্বদা তাদের জন্য থাকবে এটা মনে করিয়ে দেয়।

মহান আল্লহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা যেন আমদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা সত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনযাপন করে এবং সকল পরিস্থিতিতেই সম্ভ্রান্ত আচরণ প্রদর্শন করেন এবং সকল অত্যাচার নিপীড়নকে পরাস্ত করে আমাদের জীবনের সফলতা নিশ্চিত করেন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اَلْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ

لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.